বাউলদের ওপর হামলা উগ্র ধর্মান্ধতার প্রকাশ: মির্জা ফখরুল

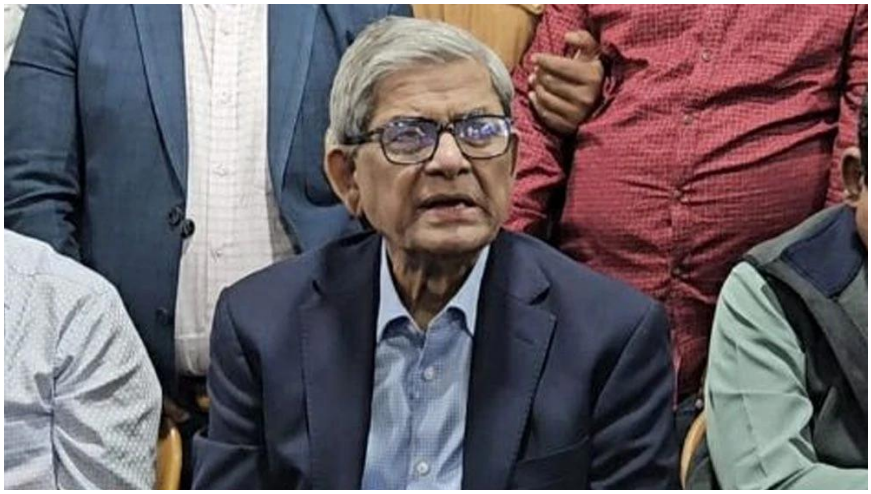

সংগৃহীত ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ে বাউল শিল্পীদের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল এটিকে উগ্র ধর্মান্ধতার প্রকাশ বলেছেন। তিনি জানান, বাউলরা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আর তাদের ওপর এমন সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয়। কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেন তিনি।

ঠাকুরগাঁওয়ে বাউল শিল্পীদের ওপর হামলার ঘটনাকে ন্যাক্কারজনক ও অগ্রহণযোগ্য বলে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার (২৬ নভেম্বর) জেলা বিএনপির নতুন কার্যালয় উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, বাউলরা গ্রামবাংলার প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যারা মানবতা ও শান্তির বার্তা ছড়িয়ে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। তাদের ওপর হামলা উগ্র ধর্মান্ধদের সহিংস মানসিকতার প্রকাশ এবং দেশের সংস্কৃতির ওপরও সরাসরি আঘাত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এসময় রাজধানীর কড়াইল বস্তির ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে মির্জা ফখরুল জানান, তার বাসায় কর্মরত গৃহকর্মীর বাড়িটিও পুড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি এ ঘটনাকে দরিদ্র মানুষের ওপর নির্মম আঘাত হিসেবে উল্লেখ করে ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে জেলা জজ আদালত চত্বরে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশের আগেই বিভিন্ন জায়গা থেকে বাউল শিল্পীরা সেখানে জড়ো হন। ঠিক সেই সময় 'তৌহিদী জনতা' পরিচয়ে একদল লোক বাউলদের ওপর হামলা চালায় এবং বাউল শিল্পীদের বেধড়ক মারধর করে। পরে হামলাকারীরা ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে আদালত চত্বর প্রদক্ষিণ করে মিছিলও করে। তবে হামলার পর বাউলদের পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এর আগে মানিকগঞ্জেও বাউল শিল্পী আবুল সরকারের সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে, যা দেশজুড়ে বাউল সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।